



## 50522 - হল্যাণ্ডেরে অধিবাসীরা কাদরে সাথে রোজা রাখবে

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি হল্যাণ্ডে থাকি। এখানে লোকেরা প্রথম রমজানের দিন মতভেদে জড়িয়ে পড়ে। কটে কটে মশিরে সাথে রোজা রাখবে। আবার কটে কটে সৌদি আরবের ঘোষণার জন্য অপেক্ষায় থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থানটি সঠিক?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে আইনত নতুন মাস শুরু হওয়া সাব্যস্ত হয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙ।” [সহি বুখারি (১৯০৯) ও সহি মুসলিম (১০৮১)] জোর্তবিদিদের হিসাবের ভিত্তিতে মাসের শুরু সাব্যস্ত করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, চন্দ্রের উদয়স্থল এক দশে থেকে আরেক দশে ভিন্ন ভিন্ন। বিশেষতঃ হল্যাণ্ডেরে মত এমন দূরবর্তী দশেরে ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। চন্দ্রের উদয়স্থল যে, ভিন্ন ভিন্ন এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমিত নেই। কিন্তু মতভেদে হচ্চে- এক দশে থেকে আরেক দশে মাস সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এ উদয়স্থলের ভিন্নতার কোন প্রভাব আছে কিনা, সঠিক নয়। আলমেদের মতভেদে রয়েছে। দুই:

অমুসলিমি দশে বসবাসকারী মুসলমানদের যদি কোন শরিয়ী কমিটি অথবা বোর্ড থাকে তাহলে তারা সবে কমটির সিদ্ধান্তেরে অপেক্ষা করবে এবং চন্দ্র মাসেরে শুরু ও সমাপ্তি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত কমটির চাঁদ-দেখার উপর নরিভর করবে। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, এ ধরনের ফতোয়া বোর্ড সংশ্লিষ্ট দশেরে মুসলমানদের জন্য ইসলামি সরকারেরে ভূমিকা পালন করবে এবং চন্দ্রমাসেরে শুরু ও শেষে নরিধারণেরে ক্ষেত্রে এ বোর্ডেরে অনুসরণ করা তাদের জন্য অবধারতি হবে। এ বিষয়েরে আরো বিস্তারতি বিবরণ (1248) নং প্রশ্নেরে উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যদি সবে দশেরে মুসলমানদেরে এ রকম কোন শরিয়ী বোর্ড না থাকে তাহলে তারা অন্য কোন মুসলিমি দশেরে অনুসরণ করে রোজা রাখবে এবং রোজা ভাঙবে। যে দশেরে উপর তারা আস্থা রাখতে পারবে, যে দশেরে চাঁদ দেখার উপর নরিভর করা হয়; জোর্তবিদ্যার উপর নরিভরবে নয়। স্পনেরে অধিবাসীদেরে মধ্যে যারা সৌদি আরবেরে সাথে রোজা রাখবে ও রোজা ভাঙবে তাদেরে সম্পর্কে শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন:

আপনারা উল্লেখ করেছেন যে, স্পনে বসবাস করনে বধিয় আমাদের সাথে রোজা রাখবে ও আমাদের সাথে রোজা ভাঙবে এতে কোন অসুবিধা নেই। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙ। আর যদি আকাশ মঘে ঢাকা থাকে তবে মাসেরে দিন সংখ্যা ত্রিশি পূর্ণ কর।” এ হাদিসটির বধিয় সমস্ত



উম্মতরে জন্য সাধারণ। আর হারামাইনরে দেশকে অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত শ্রয়ে। যহেতেু তারা ইসলামশিরয়িত অনুযায়ী শাসনকার্য পরচালনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এই দেশকে আরো বেশি তাওফিকি দান করুন। যহেতেু আপনারা এমন একটি দেশে বসবাস করছেন যে দেশে ইসলাম অনুযায়ী শাসনকার্য পরচালনা করা হয় না এবং সে দেশে অধিবাসীরা ইসলামের প্রতি ভ্রুক্షপে করে না।[বনি বাযরে ফতওয়া সংকলন, ১৫/১০৫]

আরো বেশি জানতে পড়ুন (1226) নং (12660) নং ও (1602) নং প্রশ্নোত্তর। আল্লাহই ভাল জানেন।